ইসলাম ধর্মে ৭৩ (তিয়াত্তুর) ফিরকাহ বা দলের সৃষ্টি রহস্য এবং " الْجَمَاعَةُ" (আল-জামাআ'ত) দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআত) দল প্রবর্তনের প্রেক্ষাপট ।

সুচনাঃ ইসলাম ধর্মে ৭৩ (তিয়াত্তুর) ফিরকাহ বা দলের সৃষ্টি রহস্য নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে আমাকে أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুচ্ছুন্নাত ওআল জামাআত) দলটির নাম করণের উৎসের উপর অথবা " وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيْعًا وَ لاَ تَفَرَّقُوْا " অর্থঃ- "তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে এক দলবদ্ধ হয়ে আঁকড়ে ধর এবং দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ো না", সুরা আল ইমরান, আয়াত নং-১০৩ এর ব্যাখ্যা নিম্নে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হল ।
ইসলাম ধর্মে ৭৩ (তিয়াত্তুর) ফিরকাহ বা দলের সৃষ্টি রহস্য সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে আমি সর্ব প্রথম এ বিষয়ে বর্ণিত আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার বিভিন্ন (সকল) হাদিসসমূহ একত্রে এক যায়গায় উপস্থাপন করে পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমে ঐগুলোর ব্যাখ্যা করব ইনশাআল্লাহু তাআ'লা ।

বিস্তারিত বিবরণঃ الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলটি হচ্ছে একটি চিরস্থায়ী জীবন্ত দল । الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলটি হচ্ছে সকল নবী ও রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহিমুসসালাম) এবং তাঁদের উম্মতদের জন্য মহান আল্লাহ তাআ'লার অনুগ্রপ্রাপ্ত ফরজ হিসেবে পালনীয় বেহেস্তী দল । الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটি হচ্ছে মহান আল্লাহ তাআ'লার আদিষ্ট (আদেশ প্রাপ্ত) আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রবর্তিত ফরজ হিসেবে পালনীয় তাঁর উম্মতের জন্য একমাত্র একটি বেহেস্তী দল । الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলটি হচ্ছে মহান আল্লাহ তাআ'লার আদিষ্ট (আদেশ প্রাপ্ত) আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রবর্তিত ফরজ হিসেবে পালনীয় একমাত্র একটি বেহেস্তী দল হওয়ায় এ দলটিই আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার শতাব্দী থেকে শুরু করে কিয়ামত অবধি বিদ্যমান থাকবে । আরমুসলিম মানুষ কর্তৃক ইসলামের নামে বা ইসলামের গুণাবলীর সাথে এমনকি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের বাক্য ও শব্দাবলীর নামের সাথে সম্পর্কিত ভিন্ন ভিন্ন নামে গঠিত দল-উপদলগুলো কতককাল প্রস্ফুটিত থেকে পরবর্তীতে এগুলোর অস্তিত্ব আস্তে আস্তে বিলীন হয়ে যাবে । পূর্ববর্তী জাতিসমূহও (ইয়াহুদি ও খ্রীষ্টানরা)الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটি ত্যাগ করে বিভিন্ন দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে যায় । আপনি হয়ত বলবেন যে, পূর্ববর্তী জাতিসমূহেরও (ইয়াহুদি ও খ্রীষ্টানদেরও) কি الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে একটি দল ছিল ?
এর উত্তর হচ্ছে এই যে, পূর্ববর্তী জাতিসমূহেরও (ইয়াহুদি ও খ্রীষ্টানদেরও) الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত)দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে একটি দল ছিল ।পূর্ববর্তী সকল ধর্মের নামই যে الإسلام (ইসলাম) ছিল এবং তাদের দলের নাম যে الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত)দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে একটি দলই

ছিল তা নিম্ন বির্ণিত হাদিস শরীফ খানা অধ্যয়ন করলে বা দেখলে সহজেই বুঝে এসে যাবে ইনশাআল্লাহু ।

(2)عَنْ كَثِيْرِ بِنْ عبد الله عن أبيه عَنْ جَدِّهِ قَالَ : كُنَّا قُعُوْداً حَوْلَ رَسُوْلُ الله صلي الله عليه وسلم فِيْ مَسْجِدِهِ بِالْمَدِيْنَةِ فَجَاءَهُ جِبْرِيلُ عليه السلام بِالْوَحْيِ فَتَغَشَّي رِدَاءَهُ فَمَكَثَ طَوِيْلاً حَتَّي سُرَّي عَنْهُ وَكَشَفَ رِدَاءَهُ فَإِذَا هُوَ تَعَرَّقَ عَرَقاً شَدِيْدَاً وَإِذَا هُوَ قَابِضٌ عَلَى شَيْءٍ فَقَالَ "أَيُّكُمْ يَعْرِفُ مَا يَخْرُجُ مِنَ النَّخْلِ ؟ " فَقَالَ الْأَنْصَارُ : نحن يا رسول الله صلي الله عليه وسلم بأبينا أنت و أمنا ليس شيء يخرج من النخل إلا نحن نعرفه نحن أصحاب نخل ثم فتح يده فأذا فيها نوي، فقا ل:"ما هذا؟ فقا لوا : هذا يا رسول الله نوى، قا ل: "نوى أي شيء؟ قا لوا : نوى سنة،
قال : " صدقتم ، جاء كم جبريل عليه السلام يتعاهد دينكم لتسلكن سنن من قبلكم حذو النعل بالنعل ، ولنأخذن بمثل أخذهم إن شبراً فشبراً ، وإن ذراعاً فذراعاً ،وإن باعاً فباعاً ، حتي لو دخلوا في حجر ضب دخلتم فيه إلا أن بني إسرائل افترقت على موسى سبعين فرقة كلها ضالة إلا فرقة واحدة الإسلام وجماعتهم ،ثم إنها افترقت على عيسى ابن مريم على إحدى و سبعين فرقة كلها ضالة إلا فرقة واحدة الإسلام وجماعتهم ثم إنكم تكونون على اثنتين و سبعين فرقة كلها فى النار إلا واحدة الإسلام وجماعتهم
(13481)) في المعجم الكبير للطبراني.

অর্থঃ- “কাছির বিন আব্দুল্লাহর পিতা তাঁর দাদা থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা মদীনার মসজিদে রাসুলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার চতুর্দিকে বসা ছিলাম, এমতাবস্থায় জিবরাইল আলাইহিস সাল্লাম ওহী নিয়ে আসলে তিনি (রাসুলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) চাদর দিয়ে (নিজেকে) ডেকে দীর্ঘক্ষন থাকলেন শেষ পর্যন্ত ওহীর অবস্থা চলে গেলে তিনি চাদর খুলে ফেললেন ।তিনি তখন কোন কিছুতে ধরা অবস্থায় অত্যাধিক ঘর্মাক্ত হয়ে বললেন- “তোমাদের কেউ কি জান খেজুর থেকে কি বের হচ্ছে ? আনসারগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসুল সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা আমাদের বাবা-মা আপনার জন্য উৎসর্গিত, আমরা খেজুর থেকে যাই বের হয় তা সবই জানি,, আমরা তো খেজুরের মালিক ।তারপর তিনি তাঁর হাত খুললেন, এতে বিচি রয়েছে ।অতপর তিনি বললেন, এটা কি ? তাঁরা বললেন, হে আল্লাহর রাসুল সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা এটা হচ্ছে বিচি ।তিনি বললেন, কিসের বিচি ? তাঁরা বললেন, বর্ষ বিচি , তিনি বললেন- সত্যিই বলেছ । জিবরাইল তোমাদের নিকট তোমাদের ধর্ম দেখাশুনা করতে এসে বলেছেন- তোমরা অবশ্যই তোমাদের পূর্ববর্তীদের নিয়মের উপর এক জুতার সাথে অন্য জুতার সামনা-সামনি অবস্থার ন্যায়(পূর্ববর্তীদের হুবহু আদর্শের উপর) চলাফেরা করবে।তোমরা পূর্ববর্তীদের নিয়মকে তাদের মতই ধরে রাখবে । যদি তারা এক বিঘৎ, পর্যায়ক্রমে এক হাত,এক গজ করে তাদের নিয়মকে ধরে রাখে তোমরাও তেমনিভাবে পূর্ববর্তীদের নিয়মকে ধরে রাখবে । এমনকি তারা যদি গুসাপের গর্তে প্রবেশ করে তবে তোমরাও তাতে প্রবেশ করবে ।কিন্তু বনী ঈসরাইলরা মুসার উপর ৭০টি ফিরকা -দলে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল, একটি ফিরকা -দল ব্যতীত প্রত্যেকটি ফিরকা -দলই ভ্রষ্ট, তা হচ্ছে (মুক্তিপ্রাপ্ত একটি দল হচ্ছে) الإسلام وجماعتهم (ইসলাম ও الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ’ত)নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ’ত)নামে দল, আর তারা ঈসা ইবনে মরিয়মের উপর ৭০টি ফিরকা -দলে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল, একটি ফিরকা -দল ব্যতীত প্রত্যেকটি ফিরকা -দলই ভ্রষ্ট, তা হচ্ছে (মুক্তিপ্রাপ্ত একটি দল হচ্ছে) الإسلام وجماعتهم (ইসলাম ও الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ’ত)নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ’ত) নামে দল, আর নিশ্চয়ই তোমরাও ৭২টি ফিরকা -দলে বিভক্ত হয়ে যাবে, একটি ফিরকা -দল ব্যতীত প্রত্যেকটি ফিরকা -দলই দোযখে প্রবেশ করবে, আর তা হচ্ছে (মুক্তিপ্রাপ্ত একটি দল হচ্ছে) الإسلام وجماعتهم (ইসলাম ও তাদের الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ’ত)নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ

(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দল । আল-মু'জামুল কাবির,তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৩৪৮১ ।
অত্র হাদিস শরীফ খানার অংশ বিশেষ পূন:রুক্তি হিসেবে অত্র গ্রন্থের প্রষ্ঠা নং -৪২ এ রয়েছে । আরো একটি কথা মনে রাখতে হবে যে, অত্র গ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে কোন হাদিস শরীফ মনের মধ্যে প্রোক্ত ও দৃঢ় করে গেঁথে রাখার জন্য আলোচিত বিষয়ের সাথে সঙ্গতি রেখে উদাহরণস্বরুপ পূন:রুক্তি হিসেবে বার বার উল্লেখ করা হয়েছে ।

পূর্ববর্তী জাতিসমূহ (ইয়াহুদি ও খ্রীষ্টানরা) الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলটি ত্যাগ করে বিভিন্ন দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে যাওয়ায় তাদের কি পরিণতি হয়েছিল সে বিষয়ে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উম্মতকে স্মরণ করিয়ে সতর্ক করে মহান আল্লাহ তাআলা'লা পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে বলেন- "وَاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ على شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا ، كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ أَيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ . سورة ال عمران ، (104)
অর্থঃ-আর তোমরা সেই নিয়ামতের কথা স্মরণ কর, যা আল্লাহ তোমাদেরকে দান করেছেন । তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে । অতপর আল্লাহ তোমাদের মনে সম্প্রীতি দান করেছেন ।ফলে এখন তোমরা তাঁর অনূগ্রহের কারণে পরস্পর ভাই ভাই হয়েছ । তোমরা এক অগ্নিকুন্ডের পাড়ে অবস্থান করছিলে ।অতপর তা থেকে তিনি তোমাদেরকে মুক্তি দিয়েছেন । এভাবেই আল্লাহ নিজের নিদর্শনসমূহ প্রকাশ করেন, যাতে তোমরা হেদায়েত প্রাপ্ত হতে পার । সুরা আল-ইমরান, আয়াত নং-১০৪ ।

"ولاَ تَكُوْنُوا كَالَّذِيْنَ تَفَرَّقُوْا وَاخْتَلَفُوْا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءُهُمُ الْبَيِّنَات وَأُولاَئِكَ لَهُمْ عَذابٌ عَظِيْمٌ ". سورة ال عمران (105)
অর্থঃ-আর তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে গেছে এবং নিদর্শনসমূহ আসার পরও বিরোধিতা করতে শুরু করেছে-তাদের জন্য রয়েছে ভয়ঙ্কর আযাব। সুরা আল-ইমরান, আয়াত নং-১০৬ ।

" وَ لاَ تَكُوْنُوْا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ (31) مِنَ الَّذِيْنَ فَرَّقُوْا دِيْنَهُمْ وَكَانُوْا شِيَعًا ، كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُوْنَ ، سُوْرَةُ الرُّوْمِ" (32)
অর্থঃ তোমরা মুশরিকদের অন্তর্ভূক্ত হয়ো না (সুরা রুম, আয়াত নং-৩১, যারা তাদের ধর্মকে ভাগ ভাগ করে নিয়ে অনেক দলে (দলে-উপদলে) বিভক্ত হয়ে হয়ে পড়েছে । প্রত্যেক দলই নিজ নিজ মতবাদ (কর্মসূচী) নিয়ে উল্লসিত" (সুরা রুম, আয়াত নং-৩২) ।

" إِنَّ الَّذِيْنَ فَرَّقُوْا دِيْنَهُمْ و كَانُوْا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِى شَىْءٍ ،إِنَّمَا أَمْرُهُمْ اِلَى اللهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ .سُوْرَتُ الْأَنْعَامِ (160)
অর্থঃ- নিশ্চয়ই যারা স্বীয় ধর্মকে খন্ড-বিখন্ড করেছে এবং অনেক দল হয়ে গেছে তাদের সাথে আপনার কোন সম্পর্ক নেই ।তাদের ব্যাপার আল্লাহ তাআ'লার নিকট সমর্পিত ।অত:পর তিনি বলে দেবেন যা কিছু তারা করে ।সুরা আল-আনআ'ম,আয়াত নং-১৬০ ।
উপরোক্ত পবিত্র কুরআনের আয়াতসমূহ থেকে এ কথা বুঝা গেল যে, উপরোক্ত আয়াতের সতর্কতা প্রত্যাখানকারী দলে-উপদলে বিভক্ত মুসলিম মানুষ তিন প্রকার শাস্তি ভোগ করবে ।

(১) الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দল ত্যাগকারী দলে-উপদলে বিভক্ত মুসলিম মানুষ পরস্পর পরস্পরের শত্রু হয়ে যাবে । যেমন আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেন-

" عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنْ خَبَّابِ بِن الأَرْتِ ، عَنْ أَبِيْهِ ، قَا لَ :صَلَّى رسول الله صلي الله عليه وسلم صَلاَةً فَأَطَالَها ، فَقَا لَ :يَا رسول الله الله (صلي الله عليه وسلم) صَلَّيْتَ صَلاَةً لَمْ تَكُنْ تُصَلِّيْهَا ؟ قَا لَ :" أَجَلْ ، إِنَّهَا صَلاَةُ رَغَبٍ وَ رَهَبٍ ، وَإِنِّيْ سَأَلْتُ رَبِّيْ فِيْهَا ثَلاَثًا فَأَعْطَانِيْ إِثْنَيْنِ وَ مَنَعنِيْ وَاحِدَةً ، سَأَلْتُهُ أَنْ لاَ يُهْلِكَ أُمَّتِيْ بِسِنَةٍ، فَأَعْطَانِيْهَا ، ,وَ سَأَلْتُهُ أَنْ لاَ يُسَلِّطُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ ،فَأَعْطَانِيْهَا ، ،و سَأَلْتُهُ أَنْ لاَ (يَلْبِسَ أُمَّتِيْ شِيَعًا) يُذِيْقَ بَعْضَهُمْ بَأْسَ بَعْضٍ فَمَنَعَنِيْهَا " (3542) المعجم الكبير للطبراني

অর্থঃ-আব্দুল্লাহ বিন খাব্বাব বিন আল-ইরত (রাদিআল্লাহু আনহু) তিনি তার পিতা থেকে বলেন : রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা এমন একটি নামাজ পড়লেন যা দীর্ঘায়িত করলেন , তিনি (আব্দুল্লাহ বিন খাব্বাব বিন আল-ইরত (রাদিআল্লাহু আনহু) বললেন: হে রাসুলুল্লাহি আপনি এমন একটি নামাজ পড়লেন যা (কোন সময়ে) কখনো পড়েন নি? তিনি বললেন : হা ! এটা হচ্ছে ভয়-ভীতির নামাজ, এ নামজে আমি আমার প্রভূকে তিনটি বিষয়ে প্রার্থনা করেছিলাম,তিনি আমাকে দুটি দিয়েছেন আর একটি নিষেধ করেছেন, আমি প্রার্থনা করেছিলাম তিনি অভাব-অনটন দিয়ে আমার উম্মতকে ধ্বংস না করেন, তিনি তা দেন (মঞ্জুর করেন), আরো আমি প্রার্থনা করেছিলাম তাদের (উম্মতের) উপর শত্রুদেরকে চাপিয়ে না দেন, তিনি তা দেন (মঞ্জুর করেন), আরো আমি প্রার্থনা করেছিলাম (আমার উম্মতকে দলে-উপদলে বিভক্ত করে পরস্পরকে মারমুখী না করেন) তাদের এককে অন্যের উপর আক্রমনের স্বাদ আস্বাদন না করান তিনি তা দেন নি (মঞ্জুর করেন নি), আল-মু'জামুল কাবির, তাবারানী শরীফ ,হাদিস শরীফ নং-৩৫৪২।) দলে-উপদলে বিভক্ত করে পরস্পরকে মারমুখী করে তাদের এককে অন্যের উপর আক্রমনের স্বাদ আস্বাদ করার বিষয়টি পবিত্র কোরআনের আয়াতে কারিমাতেও প্রমাণ পাওয়া যায় । যেমন মহান আল্লাহ তাআ'লা বলেন-

قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَّبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَّيُذِيْقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ ،-سورة الانعام (66)

(অর্থঃ-(হে নবী) আপনি বলুন : তিনিই শক্তিমান যে, তোমাদের উপর কোন শাস্তি উপর দিক থেকে অথবা তোমাদের পদতল থেকে প্রেরণ করবেন অথবা তোমাদেরকে দলে-উপদলে বিভক্ত করে সবাইকে মুখোমুখী করে দেবেন এবং এককে অন্যের উপর আক্রমনের স্বাদ আস্বাদন করাবেন ।সুরা আল-আনআ'ম,আয়াত নং-৬৬।

(২) দলে-উপদলে বিভক্ত হওয়ার বিষয়ে পরিণতি সম্পর্কে সতর্কতার জ্ঞান লাভের পর সতর্ক না হলে দলে-উপদলে বিভক্ত মুসলিম মানুষ আখিরাতে মহা আযাব ভোগ করবে । সুরা আল-ইমরান, আয়াত নং-১০৬, দেখুন।

(৩)দলে-উপদলে বিভক্ত মুসলিম মানুষ মুশরিক হিসেবে গণ্য হবে মর্মে বা মুশরিকদের অন্তর্ভূক্ত হবে মর্মে পবিত্র কুরআনের উপরোক্ত বিভিন্ন আয়াতে হুশিয়ার বাণী উচ্চারিত হয়েছে । (সুরা রুম, আয়াত নং-৩২ দেখুন) ।

(৪) মহান আল্লাহ তাআ'লা পূর্ববর্তী জাতিসমূহের (ইয়াহুদি ও খ্রীষ্টানদের) দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে যাওয়ার বিষয়টি ঘৃণ্যজনক উল্লেখ করে তাদের সাথে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার কোন সম্পর্ক নেই মর্মে তাঁর উম্মতকে সাফ জানিয়ে দিলেন । যেমন মহান আল্লাহ তাআ'লা পবিত্র কোরআনে বলেন----------
- " إِنَّ الَّذِيْنَ فَرَّقُوْا دِيْنَهُمْ وَكَانُوْا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِيْ شَيْءٍ -"
(অর্থঃ- "নিশ্চয় যারা স্বীয় ধর্মকে খন্ড-বিখন্ড করেছে এবং অনেক দল হয়ে গেছে তাদের সাথে আপনার কোন সম্পর্ক নেই", সুরা আল-আনআ'ম, আয়াত নং-১৬০।

ঠিক তেমনিভাবে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উম্মতও যদি الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটি থেকে الْفُرْقَة (ফুরকাত) তথা ইসলামের নামে বা ইসলামের গুণাবলীর সাথে এমনকি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের বাক্য ও শব্দাবলীর নামের সাথে সম্পর্কিত ভিন্ন ভিন্ন নামে দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তা হলে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার সাথেও তাঁর উম্মতের কোন সম্পর্ক থাকবেনা মর্মে অত্র আয়াতে হুশিয়ার সঙ্কেত দেয়া হয়েছে ।
(৫) الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলটি থেকে الْفُرْقَة (ফুরকাত) তথা দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার পরিণতি সম্পর্কে হাদিস শরীফে বলা হয়েছে যে, উক্ত মুসলিম মানুষটি আর ইসলামে নাই মর্মে হাদিস শরীফে কঠোর বাণী উচ্চারণ করা হয়েছে । হাদিস শরীফ খানা হচ্ছে এই---

عَنِ الحَارِثِ الْأَشْعِرِي حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم قَالَ :" وَ أَنَا آمُرُكُمْ بِخَمْسٍ اللهُ أَمَرَنِيْ بِهِنَّ السَّمْعُ وَ الطَّاعَةُ وَ الْجِهَادُ والْهِجْرَةُ والْجَمَاعَةُ فَإِنَّهُ مِنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ قِيْدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الإِسْلاَمِ مِنْ عُنُقِهِ إِلاَّ أَنْ يَرْجِعَ وَمَنْ ادَّعَى دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ فَإِنَّهُ مِنْ جُثَا جَهَنَّمَ - فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ ا للهِ وَإِنْ صَلَّى وصَامَ قَالَ " وَإِنْ صَلَّى وصَامَ فَادْعُوا بِدَعْوَى اللهِ الَّذِى سَمَّا كُمْ الْمُسْلِمِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ عِبَا د اللهِ " سنن التِّرْمِذِي- 2763)
(অর্থঃ- হারিছুল আশআ'রী (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত , তিনি বর্ণনা করেছেন, নিশ্চয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন : এবং আমি তোমাদেরকে পাঁচটি বিষয়ের আদেশ করছি, আল্লাহ [তাআ'লা] আমাকে ঐগুলোর আদেশ দিয়েছেন, ১. শুনা (শুনতে) ২.আনুগত্য করা (মানতে) ৩. জিহাদ করা (জিহাদ করতে) ৪. হিজরত করা (হিজরত করতে) ৫. আল আল-আল-জামাআ'ত তথা এক দল বদ্ধ হয়ে থাকতে । الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলটির অন্তর্ভূক্ত হয়ে থাকতে) । অতএব, যে হ এক বিঘৎ (অর্ধ হাত) পরিমান জামাআত থেকে الْفُرْقَة (ফুরকাত) তথা (দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে)বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল অর্থাৎ الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলটি থেকে الْفُرْقَة (ফুরকাত) তথা (দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে) বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল সে তার গর্দান থেকে ইসলামের বন্ধন ছিন্ন করে ফেলল । কিন্তু সে(পূনরায় তওবা করে) ফিরে আসলে আসতে পারবে । তবে যে কেহ "জাহিলিয়্যাতের আহবানে আহবান" জানাল সে জাহান্নামের সত্তার বা অধিবাসীর (জাহান্নামের ইন্ধনের) অন্তর্ভূক্ত । অতপর, একজন লোক বলল, ইয়া রাসুলাল্লাহ , যদি সে নামাজ পড়ে, রোজা রাখে তবুও, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) বললেন, নামাজ পড়লে এবং রোজা রাখলেও (জাহান্নামের পাথরের <জাহান্নামের ইন্ধনের> অন্তর্ভূক্ত) । তাই, তোমরা "আল্লাহর আহবানে আহবান" কর, যিনি তোমাদেরকে মুসলিম-মুমিন নামে অভিহিত করেছেন", সুনানে

তিরমিজি শরীফ, হাদিস শরীফ নং- ২৭৬৩) ।
পূর্ববর্তী জাতিসমূহের (ইয়াহুদি ও খ্রীষ্টানদের) মত দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে যাওয়ার পরিণতির ফলাফলের বিবরণই হচ্ছে ইসলাম ধর্মের মুসলিম মানুষকে একই সুতায় গেঁথে রাখার জন্য الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটি গঠনের প্রেক্ষাপট ।
এত সব সতর্কতা দানের পর উপরোক্ত পরিণতি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মহান আল্লাহ তাআ'লা দয়াবশতঃ মুসলিম মানুষকে বলেন-" وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيْعًا وَ لاَ تَفَرَّقُوْا " অর্থঃ- "তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে এক দলবদ্ধভাবে / এক দলবদ্ধ হয়ে আঁকড়ে ধর এবং দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ো না", সুরা আল ইমরান, আয়াত নং-১০৩ ।
উপরোক্ত আয়াতে কারিমাতে মুসলিম মানুষকে এক দলবদ্ধ হয়ে থাকতে অর্থাৎ الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলভুক্ত হয়ে থাকতে আদেশ দিয়েছেন এবং দলে-উপদলে বিভক্ত হতে নিষেধ করেছেন।
এ নির্দেশনাটি خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلاَثَة (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর " সর্বোৎকৃষ্ট মুসলিম মানুষ অক্ষরে অক্ষরে হুবহু পালন করেছেন, মেনে চলেছেন । তাঁরা আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রবর্তিত ফরজ হিসেবে পালনীয় একমাত্র একটি বেহেস্তী দল الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত) দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটি ছাড়া অন্য কোন দল করেন নি ।
কারণ, তাঁরা জানেন মহান আল্লাহ তাআ'লার বণী -" وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيْعًا وَ لاَ تَفَرَّقُوْا " অর্থঃ- "তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে এক দলবদ্ধ হয়ে আঁকড়ে ধর এবং দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ো না", মোতাবেক আদিষ্ট হয়েই ওহীর মাধ্যমে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তাঁর প্রিয় উম্মতের জন্য ফরজ হিসেবে পালনীয় একমাত্র একটি বেহেস্তী দল প্রবর্তিত করে গেছেন এবং এর নাম দিয়েছেন أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দল। خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلاَثَة তথা " সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দী পর্যন্ত الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটি উহার সকল গুণাবলী এবং কাঠামো ও স্বকীয়তাসহ বিদ্যমান ছিল ।

পরবর্তীতে خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلاَثَة তথা " সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর " পর "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর শুরু থেকে الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটির কর্মী হওয়ার, ব্যাপক প্রচার , ব্যাপক প্রসার করার পরিবর্তে দলে-উপদলে বিভক্ত হওয়ার প্রচলন শুরু হয়ে যায় বা প্রচলন শুরু হতে থাকে । ইয়াহুদি ও খ্রীষ্টান জাতিদ্বয়ের পদাঙ্ক ও দৃষ্টান্ত অনুসরনে মুসলিম সমাজে সর্ব প্রথম যে দল- উপদলটির আবির্ভাব হয় তা হচ্ছে আহলুল হাদিস (أَهْلُ الحَدِيْثِ) প্রচলিত পরিভাষায় "আহলে হাদিস" বলে । " أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ "(আরযালুল কুরুনি) তথা " সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর (হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর)" এই "আহলুল হাদিস" (أَهْلُ الحَدِيْثِ) প্রচলিত পরিভাষায় "আহলে হাদিস"ই হচ্ছে কিয়ামত অবধি আসন্ন মুসলিম জাতির মধ্যে দল-উপদল গঠনের মাধ্যমে الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত) দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটির মাঝে বিভক্তি সৃষ্টির এক সুদূরপ্রসারী সর্বনাশী প্রথম ঘৃন্য বীজ এবং পথ ভ্রষ্ট দল । পরবর্তীতে এখন সারা ইসলামি দুনিয়াতেই বিশেষ করে বাংলাদেশে "আহলুল হাদিস" (أَهْلُ الحَدِيْثِ), প্রচলিত পরিভাষায় "আহলে হাদিসের" পদাঙ্ক ও দৃষ্টান্ত অনুসরনে তাদেরই অনুরূপ ইসলামের নামে বা ইসলামের গুণাবলীর সাথে এমনকি পবিত্র

কুরআন ও হাদিস শরীফের বাক্য ও শব্দাবলীর নামের সাথে সম্পর্কিত ভিন্ন ভিন্ন নামে দল-উপদল গঠিত হচ্ছে বা দল-উপদল গঠিত হতে চলছে । এ দল-উপদল গঠিত হওয়ার মাধ্যমে الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটির ভিতর বিভক্তি হতে চলছে যা আপনারা স্বচক্ষে দেখছেন।
এ বিভক্তির প্রতি কঠোর হুশিয়ার বাণী উচ্চারন করে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেন -
عن عرفجة بن ضريح الأشجعي، قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم" من خرج علي أمتي وهم جميع، يريد أن يفرق بين جماعتهم، فاقتلوه كائناً من كان"(5400) في المعجم الاوسط للطبراني.
অর্থঃ-আরফাজাহ বিন দরিহ আলআশজাই' থেকে বর্ণিত , রাসুলুল্লাহ সাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন-"যে কেহ আমার আল-আল-জামাআ'তবদ্ধ অর্থাৎ الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলবদ্ধ উম্মতের বিরোধিতা করে الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত)দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলকে বিভক্ত করতে চায় বা টুকরা টুকরা করতে চায় সে যে কেউ হউক না কেন তাকে হত্যা করে ফেল "। আল-মু'জামুল আওসাত,তাবারানী শরীফ, হাদিস নং-৫৪০০ ।
أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن زياد بن عن علاقة عن عرفجة أن النبي صلي الله عليه وسلم قال : " من خرج علي أمتي وهم مجتمعون ، يريد أن يفرق بينهم ، فاقتلوه كائناً من كان فِى مصنف عبد الرزاق (20713)

অর্থঃ-আরফাজাহ থেকে বর্ণিত, নিশ্চয়ই রাসুলুল্লাহ সাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন-"যে কেহ আমার একতাবদ্ধ উম্মত অর্থাৎ الْجَمَاعَةُ(আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলবদ্ধ উম্মতের বিরোধিতা করে الْجَمَاعَةُ(আল-জামাআ'ত)দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলকে বিভক্ত করতে চায় বা টুকরা টুকরা করতে চায় সে যে কেউ হউক না কেন তাকে হত্যা করে ফেল" । মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক, হাদিস নং-২০৭১৩ ।

عن أسامة بن شريك قا ل : قا ل : " رسول الله صلي الله عليه وسلم من فرق بين أمتي و هم جميع فاضربوا رأسه كائنا من كان". "(490) في المعجم الكبير للطبراني.
অর্থঃ- উসামা বিন শারিক থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন- "যে কেহ আমার একতাবদ্ধ উম্মতের অর্থাৎ الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলবদ্ধ উম্মতের মধ্যে বিভক্ত করতে চায় বা টুকরা টুকরা করতে চায় তার মাথা উড়িয়ে ফেল" । আল-মু'জামুল কাবির,তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৪৯০ ।

عن أسامة بن شريك قا ل : قا ل : " أيما رجل خرج يفرق بين أمتي فاضربوا عنقه"(489) في المعجم الكبير للطبراني
অর্থঃ- উসামা বিন শারিক থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন- "যে কেহ আমার উম্মতের মধ্যে বিভক্ত করতে চায় বা টুকরা টুকরা করতে চায় তার গর্দান উড়িয়ে ফেল" । আল-মু'জামুল কাবির,তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৪৮৯।

বর্তমানে যদি হযরত ওমর রাদিআল্লাহ আনহুর আদর্শের উপর কোন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হত তা হলে উপরে বর্ণিত হাদিস শরীফগুলোতে বর্ণিত হুকুম বাস্তবায়িত হয়ে যেত ।

মহান আল্লাহ তাআ'লা মুসলিম মানুষকে الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলটি সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান দান করুন ।